অন্যকোনখানে

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

বর্গ থেকে ঘনক : পীয়ের আলফেরি

আমাদের সম্পর্কটা টেলিপ্যাথিক। আবার সমানুপাতিকও। কিন্তু ব্যাপারটা একভাবে দেখলে খুব সরল। আমি আঁকলাম বর্গ, সে আঁকলো ঘনক। আমি দু মাত্রায় রইলাম, সে তৃতীয় হাত বাড়িয়ে ত্রিমাত্রিক হলো। বর্গের বাহুর মাপ ৭। ঘনকের বাহুর মাপও ৭। সাতে সপ্তাহ। সাতে রামধনুরঙ। সাতে পয়ার। সাত প্রহর। সাতে সপ্তর্ষিমন্ডল। সাতে সুরসপ্তক। সাতে সনেটের অর্ধেক - আমার অর্ধেক, তার অর্ধেক। সাতে বুইয়ঁ ঘনক (bouillon cube)। এইভাবে আমার সমবয়সী কবি পীয়ের আলফেরিকে ভাবি। তাকে আবিষ্কার করার গল্পটাও মজার। সমচরিত্রের কবিতার কেঁচো হয়ে ভাষাজমি খুঁড়তে খুঁড়তে এক মাটি থেকে পৌঁছনো অন্য জমিনে। তবে সে গল্পে পৌঁছনোর আগে নিজের গল্প।

সম্প্রতি এক ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র ফোরামে পীয়ের আলফেরি (২০০৭) - ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের মুখোমুখি।

তরুণ কবি অনির্বাণ রায়চৌধুরী। ছন্দগন্ধে চনমনে ওঁর একটা সাম্প্রতিক বই অনেকের ভালোলেগেছে - 'বুকে বাটিকের কাজ' (প্রকাশক - নতুন কবিতা)। সেই অনির্বাণ বইটা আমাকে পাঠালেন দু বছর আগে। সঙ্গে 'বহ্নি'। ওঁর সম্পাদিত একটা পাতলা কাগজ। রুচিশীল , ক্ষিপ্রতনু। ইমেল যোগাযোগে অনির্বাণ জানালেন যে কলকাতা বইমেলা ২০০৬ উপলক্ষে 'বহ্নি'র একটা বিশেষ সংখ্যা করতে চান। বিষয় 'সন্ধ্যা'। একটা কবিতা চাইলেন - বিষয় 'সন্ধ্যা'। সন্ধ্যাই কবিতা রচনার সুপ্রশস্ত সময়। সন্ধ্যা বললেই বাঙালি কবির অবধারিতভাবে 'সান্ধ্যভাষা'র কথা মনে পড়বে। চর্যাপদের কবিদের কথা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছিলেন এই বৌদ্ধ কবিরাও সন্ধ্যের সময়েই কবিতা লিখতেন। সম্প্রতি জন অ্যাশবেরীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। বলছিলেন তিনিও সন্ধ্যার সময়েই কবিতা লেখা পছন্দ করেন। কেন ?

কেননা সন্ধ্যার সময়েই নাকি একটা দ্বন্দ্বভাব মনে জন্মায়। দ্বন্দ্বভাব থেকে দ্বন্দ্বসমাসে পৌঁছই। সমাস থেকে সন্ধিতে। সন্ধ্যাই হয়তো সন্ধির প্রকৃতকাল। জীবনযুদ্ধের সন্ধি। সারাদিনের অজস্র বহুগামী ভাবনার সাথে সন্ধি। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো ১০ বছর আগেকার একটা সময়ের কথা। ১৯৯৫। সে বছর পুজোর সময়। প্রথম আমেরিকায় এসেছি। নিউ ইয়র্ক রাজ্যের উত্তরে, নিউ জলপাইগুড়ির মতো একটা ছোট শহর। স্কেনেকটাডি। তখনো আমেরিকায় ড্রাইভিং লাইসেন্স পাইনি। ফলে অফিসের পর ৪০ মিনিট হেঁটে প্রবল শীতের মধ্যে মোটেলে ফিরতে হয়। ফেরার পথে নিউ ইয়র্কের কৃষ্ণঘন আকাশে অজস্র রঙ দেখতে পাই। রাস্তার ধারে ধারে ড্রাগের আড্ডার আপাত-বিপজ্জনক কালো ছেলেগুলো। মোটেলে ফিরে বাথটাবে ডুবে থাকি অনেকক্ষণ। ভাবি কলকাতার কথা। পুজোর কথা। জামশেদপুরের কথা। কৌরবের কবিদের শনিবারের টেবিলের কথা। প্রকৃতির নির্মম নিয়মে নিজেরই বউ হয়ে যাওয়া বাল্যপ্রেমিকার কথা। সদ্য হাঁটতে শেখা এক বছরের শিশুপুত্রের কথা। মনে হলো সেই সময়ের , সেই আকাশের, সেই সান্ধ্যমনস্কতার রঙিন কয়েক ঝলক নিয়েই লিখি একটা কবিতা। এক যুগ পরের ফিরে দেখা অ্যালবামের যাবতীয় রঙ ঘুরতে থাকলো মনে। মনে পড়ে গেলো ছেলেবেলায় রেডিওতে শোনা বাদল সরকারে একটা নাটক (নাম মনে নেই)। সেই নাটকের এক চরিত্র বলেছিলো - ৭ সংখ্যাটা আমাদের জীবনে আশ্চর্যরকম উল্লেখযোগ্য। জীবনের পর্ববদলে ৭ সংখ্যার ভূমিকা নাটকীয়। সাতে সাতে বদলে যায় আমাদের মানসিকতা। ৭-এ বালক, ১৪-এ কিশোর, ২১-এ প্রথম যৌবন, ২৮-এ তার পূর্ণতা, ৩৫-এ তরুণ, ৪২-এ মধ্যবয়স্ক, ৪৯-এ পূর্ণ মধ্যবয়স, ৫৬-এ প্রৌঢ়ত্ব, ৬৩-তে বার্ধক্য, ৭০-এ সুবৃদ্ধ, টিকে গেলে ৭৭-এ অতিবার্ধক্য। আর বেশী না এগোনোই ভালো। ভাবতে শুরু করি এইসব ৭-১৭।

মনে পড়ে সেই সপ্তাহের সাত দিনের সন্ধ্যা। রামধনু চুরমার করে আকাশের সেই র‍্যান্ডম সাতরঙ। কাঠামোগত একটা পরীক্ষার কথা মনে আসে। একটা দ্বিমাত্রিক কবিতার কথা। তার এক অক্ষে সপ্তাহের ৭ দিন, অন্য অক্ষে রামধনুর ৭ রঙ। ৭ X ৭ = ৪৯ পংক্তির একটা বর্গকবিতা লিখি। এক নতুন পয়ারের সন্ধানে প্রত্যেক ছত্র সাত পংক্তির। ৭ লাইনের এক এক ছত্রে সপ্তাহের এক এক দিনের কথা। আর প্রত্যেক ছত্রের প্রত্যেক পংক্তিতে সেই ৭ রঙের কোন একটা রঙ। কেবল রঙগুলো পাল্টে নিয়েছিলাম। জীবনে সাদাকালোর ভূমিকা এতটাই প্রবল, ঐ দুটো রঙকে বাদ দিতে মন চাইলোনা। ফলে রামধনুর 'ভিবজিয়র' থেকে বাদ পড়লো ইন্ডিগো আর সবুজ। ১৯৯৫-এর সে হেমন্তে তখন সবুজ প্রায় গত হয়েছে, আর ইন্ডিগোর প্রতি আমার দুর্বলতা কম। ফলে ঐ দুটো রঙ বাদ পড়লো। কোনক্রমে দাঁড়িয়ে গেলো কবিতা।

সন্ধ্যা ঃঃ স্কেনেকটাডি ১৯৯৫
আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

থিকথিকে কালো ছেলেদের গজল্লা এইসব কোণে চতুষ্কোণে
কাজ খতমের রক্ত ছড়িয়ে অ্যাসফল্টে
বেগুনের আভায় ফলে আছে মেরেডিথের হেমনবাগান
এই অমল কমলার শেষে যে শুরু
তার নীল পথ সরু হয়ে এলো মোটেলঘরের তালা খুলে
আগুনের ওপর ওপর স্যাকরাদের সোনাঝরা সান্ধ্য হাত
শীতে আপনপ্রকৃতিমুখর হয়ে খেলছে বরফছানারা

সোমসন্ধ্যা ।।

আলোর কথায় যাবো না কারণ কালোরা তার বিপরীতে নেই
রাঙামুখে পান সাজছেন যিনি তার নেশা আমার সুরায় দাও
বেগুনীকে মৌলিক করে ফিরিয়া আসিব
দেখিয়ে দিল সেগুন আর মেঘ কমলালেবু ভাগ করে খাওয়া
অম্লনীল দস্তানা সেলুনবাবুর মাথা টিপছে
সে আজ গুণে তুলবেনা সোনার মোহর
সাদা পাতা পেরিয়ে এসেও আরেকটা হাঁদা পাতা

সন্ধ্যামঙ্গল ।।

কালো বোড়েদের সংখ্যা অনেক, তবু ঠিক তারা খেলছেনা
লাল বোড়েরা কত যুগ চতুরঙ্গের বাইরে আজ
আগাছায় পেলাম ফুলবোতামে বেগুনীকে আবার
কমলালেবু নিয়ে অন্ধ মেয়েটি গোলাকার অনুভবে অনেকক্ষণ
এরপর সে ব্লুবেরী খেল, তার নখে হল অজানার নীল
সময় পেরিয়ে যায়, সোনার অঙ্গে এই কালবেলা এখন
আবার মোটেলের সাদা বাথটাবে, শুভ্র সাবান মেখে সাদা হলাম

বুধসন্ধ্যা ।।

কালো ঘাম ঝরিয়ে, মুছে, কালো চুলে কালো চিরুণি টেনে
রাঙা কাঁকড়ার স্যুপ নিয়ে বসি টিভি খুলে রাঙা মেয়েদের
লিটমাস বদলের মাঝামাঝি নীললোহিত এখনো যুবক
সুন্দরী কমলার পায়ে পায়ে, নুপূরের গুঁড়োয়, নাচ জমে আছে
এদিকে যে হিমে নীল, ওদিকের হিলে নিম গাছে সে চকমকি
তবু জেগে আছে ডেকচিতে জলের নীচে সোনামুগের চোখগুলি
রাত হল সাদা ভাত এখনো হল না

সন্ধ্যাবৃহস্পতি ।।

উঁকি মেরে আবার অন্ধ মেয়েটির দেখি কালো পোশাক পরা
মেপলের রক্ত পড়েছে নীরক্তসাধনা জুড়ে
কালসিটের বেগনী সারাংশে এক যুদ্ধকাহিনী
কতদিন আমের হৃদয় ফাটেনি, গড়ায়নি কমলাপুঁজ
নীলিমাদেবী লিখেছেন ছানি কাটাতে যাবেন আগামী সপ্তাহে
যেটুকু বাকীরোদ স্প্রুসের গায়ে শান দিয়ে দিয়ে সোনাগাছি
তপ্তকফিকথায় একটু ঢালি ঠান্ডা সাদা দুধ

শুক্রসন্ধ্যা ।।

কৃষ্ণবিবরে আঙুল দিয়ে যিনি গ্রিস তুলে আনলেন এক প্রেসকর্মী
রাগরসে, তোমার অনুভবের বাইরে, একটা হাল্কা লাল রেখা ছিল
নীলবাবুকে ঠেলে সরিয়ে বেগুন উঠে সন্ত্রান্তে চলে গেল
আমি আর যাবো না কমলাপুলি কারণ সেখানেই বসে আছি এখন
আজ মাধ্যাকর্ষণ হারিয়ে, নীলতর চাঁদ ক্রমশ সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে
সোনারঙ তবু তবু বাঘের গ্রীবায় কভু
চা ফুরোলেও গল্পে মজে সাদা কাপ সাদা প্লেটে আছে

সন্ধ্যাশনি ।।

কলি ফেরাচ্ছে কতদূরে কার যেন শ্রীকৃষ্ণ চোখ
মনের মোরাম বিছানো রাঙা পথে মরমিয়া কে যায়
একা একা বেগনী সাইকেল পশ্চিমায় চাকাচলিত
কমলা মরিয়া প্রমাণ করিল আজ সে মরে নাই
অথচ নীলচাষী আজও এসেছিল, তার দোরে ঘা দিয়েছিল
জিপ থামিয়ে দেখুন , ঐ খাদের নীচে আসল সোনা
সাদা মূকাভিনেতা কেবল দেখালেন আমাদের সশব্দ মনোভাবগুলো

রবিসন্ধ্যা ।।

টেলিপ্যথি শুরু হলো এর প্রায় এক বছর পর। জন অ্যাশবেরী - যাঁর কবিতায় তখন বুঁদ, খুঁজে বেড়াচ্ছি কোন কোন তরুণ কবি অ্যাশবেরীর কবিতার প্রভাব নিয়েছেন, নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কতদূর কিভাবে গিয়েছেন। উদ্দেশ্য নতুনতর রাস্তা খুঁজে পাওয়া। মানচিত্র নির্মাণের পদ্ধতিগুলো। এই সময়েই এক সমকালীন ফরাসী কবিতার সংকলন হাতে আসে। সেখানে পেয়ে যাই পীয়ের আলফেরিকে। প্রথম পাঠেই ভালো লেগে যায় আলফেরির কবিতা। সে আমার প্রায় সমবয়সী। এক বছর আগে পরে

জন্ম। খুঁজতে থাকি আলফেরির কবিতার বই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের Burning Deck প্রকাশনী থেকে ২০০৪ সালে বেরিয়েছে তাঁর একমাত্র ইংরেজী অনুবাদ। অধ্যাপিকা কোল সোয়েন্সেনের অনুবাদে। বইয়ের নাম - OXO।

বইয়ের সমালোচনা পড়ে চমকে উঠি। অবিলম্বে কিনে ফেলি বইটা। এক কাঠামোগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন আলফেরি এই গ্রন্থে। আমার 'সন্ধ্যা ঃঃ স্কেনেকটাডি ১৯৯৫' কবিতায় যে পরীক্ষা ছিলো দুমাত্রিক, সেই বর্গ কে ঘনকে নিয়ে গেছেন আলফেরি। সাতটা কবিতা নিয়ে তাঁর বই। প্রত্যেক কবিতার ৭টা অংশ। প্রত্যেক অংশে ৭ লাইন। প্রত্যেক লাইনে ৭টা সিলেবল (স্বর)। ছবিতে ছয়লাপ তাঁর কবিতা। প্যারী শহরের জীবনে খন্ডচিত্র। খন্ডশব্দ। যাকে বইয়ের ব্লার্বে বলা হয়েছে - verbal snapshots of life in Paris। আমার কবিতার শহর ছিলো স্কেনেকটাডি। ছিলো সপ্তাহের সাতদিন, প্রতিদিনের আকাশের সাতরঙ। আলফেরি প্যারী শহরের অজস্র খন্ডচিত্র, শব্দ, দূরদর্শনের ছবি, বিজ্ঞাপন, পোস্টার - সমস্ত নিয়ে একটা ককটেল নির্মাণ করেছেন। এই টেলিপ্যাথিক সাযুজ্যে হতবাক হয়ে যাই। তারওপর সে আমার সমবয়সী, কবিতার সময়কালও প্রায় এক। বিষয়েও মিল অনেক। সে প্যারী শহরকে অবলম্বন করে, আমি স্কেনেকটাডিকে।

কিন্তু কাকে বলে OXO ? কাকে বলে বুইয়ঁ ঘনক ?

সম্প্রতি এক ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র ফোরামে পীয়ের আলফেরি (২০০৭) - আত্মব্যাখ্যায়।

মাংশ, সব্জির সঙ্গে নানারকম মশলা যোগ করে সেদ্ধ করা হয়। সেই ঘন ঝোলটাকে জমিয়ে ফেলা হয় ট্রে-তে। তারপর মিষ্টান্নের মত ছোট ছোট (আনুমানিক ১৫ মি মি) ঘনকের আকারে কেটে নেওয়া হয়। একেই বলা হয় বুইয়ঁ ঘনক (bouillon cube)। অনেকে এই বুইয়ঁ ঘনক ও চিজ সহযোগে সুরা পান করেন। গরম জল ফুটিয়ে, তার মধ্যে এই ঘনক ফেলে ইংল্যান্ডে অনেকে ঝোল রান্না করেন। সেই ঝোলে মাছ, মাংশ ছাড়া হয়। OXO হল এই বুইয়ঁ ঘনকের একটা ব্র্যান্ড। আরো অনেক ব্র্যান্ড আছে, যেমন - আমাদের অতি সুপরিচিত Maggi, যেমন Knorr, Goya, Kallo । আলফেরি এই ঘনকের আকারকে ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতার কাঠামোয়, তার নির্মাণপ্রক্রিয়াকে। জল ঝরিয়ে ফেলা শুকনো ঝোলের চাঁইয়ের মতোই তাঁর কবিতা ঘনবদ্ধ, ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝির প্যারী শহর ছেঁকে নেওয়া এক সনে-ল্যুমিয়েরে ঘনিয়ে উঠেছে তাঁর 'অক্সো' কবিতা। কোল সোয়েন্সেন তাঁর অনুবাদগ্রন্থে আলফেরির মূল ফরাসী কবিতা রাখেননি। কাজেই ইংরেজী অনুবাদ থেকেই 'অক্সো'র প্রথম

কবিতার সাতটা ছত্র বাংলায় অনুবাদ করলাম সাধ্যমতো। ইংরেজী অনুবাদে প্রতি পংক্তিতে ৭টি সিলেবল রাখা হয়েছে। বাংলা অনুবাদে অর্থবিকৃতি না ঘটিয়ে সাতমাত্রা রাখা আমার অসাধ্য। ফলে ঐ একটা মাত্রা অনুবাদে বাদ পড়লো।

অক্সো ঃঃ প্রথম কবিতা
পীয়ের আলফেরি

তোমার ঐ অপরূপ চোখের
বিদ্রুপাত্মক সম্ভ্রান্তার চেয়েও দ্রুত
হয়তো মরে যায় প্রতি মুহূর্তের ফ্রেম
হাই-টেনশন তারে
সাজানো স্টারলিং পাখিদের সারিবদ্ধতা
পত্‌পত করে দ্রুত ছবির বইয়ের পাতা ওল্টায়
অনুশীলন করে চলন নেয় সেই

সিনেমা

যেহেতু পেটের ওপর ভর দিয়ে ওদের হামাগুড়ি
যে পেট ধরে রেখেছে
অন্যজনের ভাঙা ভাঙা স্বর
এই নীচু পৃথিবীর শিরোনামগুলো
সিঁড়ির জায়গায় বিজ্ঞাপন, ফিসফিসানি
অতিরিক্ত ভারী আর জটপাকানো
জেলীমাছের পালাবার পথ নেই

ঘরামিরা

যদি তোর ব্যাটম্যানের ছবি দেওয়া টি-শার্টে
ভর দেওয়া রেলিঙ ভেঙে পড়ে
আগস্তিনো নোভেলো
সুপারকপ্টার আকিরা
ফিকে গোলাপী প্লাস্টার করা দেওয়ালের সামনে
ঘষটানো জুতোর বদলে মেঘ
যারা ঝুঁকে আসবে, এসে নিয়ে যাবে তোকে তুলে

জানলার ছেলেটা

বাগানের শিসের মাঝখানে হাওয়েল
মিয়ানো চোখ তুলে বললেন
স্টার্জেসকে, তোমায় অন্তত এটুকু বলতে পারি
যে জীবন ঐ অদূরের প্যারীর রাস্তা ধরে
ওঠানামা করছে একবার আমায়
বহু ইচ্ছাশক্তি এনে দিয়েছিলো, বড় দেরি হলো
অথচ পরিতৃপ্তি এলো না

হেনরি জেমসের ফ্রান্স

এছাড়া অফিসে রাস্তার প্রত্যেকটা
একটা কালো-চুলো লোক
নাক-উঁচু তার কথোপকথনরত
পড়শি-মহিলার সাথে যিনি
বিউটি-ক্লিনিকেই চুল কাটতে চান
রবিবার খোলা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য
সকালে বৃহস্পতিবার খোলে দেরিতে

একতলা

তো এইভাবেই ওগুলো ধরা
পড়ে কালোবাক্সে - এন্‌কোডেড সিগন্যাল
আর গৃহীত সিগন্যালের মধ্যে
খোসাশুদ্ধুর বিপরীতে খোসাছাড়ানো
ওয়াকম্যানের বিন্দু-দেওয়া পংক্তি মেনে
চলো গিয়ে দেখি স্পষ্টভাষ নারী
ও পুরুষের ছিটকানো থু থু

এক্স-মার্কা-ছবি

এই হলো সাত গুণিতক সাতগুণা
সাত গুণিতক সাত
এক অদ্ভুতুড়ে খেয়ালের কষ্টকল্পনা
তোমার জন্য, এক কঠিন ঘনকে ভরা
সমস্তকিছু যা ঘটে চলে টি
ভি-তে, যেন মনে হবে সব জঞ্জাল পিষে ঠেসে
নির্মিত এই দারুণ চৌকো ঘনবুনোট

ভূমিকা

সম্প্রতি এক ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র ফোরামে পীয়ের আলফেরি (২০০৭) - চিন্তান্বিত।

নানা বৈদ্যুতিন চেষ্টায় যোগাযোগ ঘটে যায় পীয়ের আলফেরি ও তাঁর মার্কিণ অনুবাদিকা কোল সোয়েন্সেনের সাথে। কোল জানান পীয়ের অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ইংরেজিতে। পীয়েরকে বলি আমার কবিতার কথা। পীয়ের ভাগ করে নেয় আমার বিস্ময়। আমার নিজের কবিতার ইংরেজী অনুবাদে বাধ্য হই। আলোচনা ঘন হতে থাকে। বঙ্গানুবাদের কুয়াশাগুলো কেটে যায়। কেন এই কাঠামো বেছে নিলে ? এর উত্তরে পীয়ের লেখে - 'প্রথম কবিতাটা না-দাঁড়ানো পর্যন্ত কিন্তু কিছুই ভাবিনি। কিন্তু সাহিত্যভাষায় কমপ্রেশন টেকনিক নিয়ে অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম। 'সংকোচন' পদ্ধতির মধ্যে অনেক কিছুই আসবে - যেমন ধরো, ত্বরণ, সূত্রলিখন, অভিঘাত (collision) - এই সমস্ত পদ্ধতিই এর মধ্যে পড়বে।

একটা প্রহসনের উত্তেজনা কাজ করছিলো তখন যা আমাকে প্রলুব্ধ করছিলো, একটা বাঁধা ছন্দের দিকে টানছিলো। আমি কিন্তু 'অক্সো'র কবিতায় ছন্দশাস্ত্রের নৈরাজ্যের বিরোধিতা করতে চেয়েছিলাম। আর চেয়েছিলাম গদ্য/পদ্যের ভেদরেখাটাকে ফিকে করে দিতে। ঐ সময়ের ফরাসী সাহিত্য পত্রিকাগুলোয় যে ভেদরেখাটা খুব মোটা দাগে ধরা পড়তো। মেট্রিক ফর্মটা কিন্তু আমার এই কবিতাগুলোর ক্ষেত্রে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং কাঠামোটাকে আমার একটা ঘনকের মতো, একটা বাক্সের মতো মনে হয়েছিলো, যার মধ্যে সোনাই বলো আর আবর্জনাই বলো, সমস্ত জিনিষকে ঠেসে পুরে দেওয়া যায়। সমস্ত কিছুই যেখানে সহবাস করতে পারে। একটা সংকোচন আসে এইভাবে। আরো কি জানো ? বর্গ একটা ছোট, বিশৃঙ্খল ছবির আয়তন, যার শীর্ষকগুলো আমি কবিতার তলায় ব্যবহার করেছি। ওটা যেন অনেকটা 'বিলম্বিত সমাধানসূত্র'এর মতো - কবিতার 'বিষয়বস্তু' সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি করে দেয়।'

বিলিতী/ফরাসী ছন্দে যাকে 'সেসুরা' (caesura) বলা হয়, অর্থাৎ মাত্রাবিশ্রাম - যা সাতমাত্রার ক্ষেত্রে কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে যায়, আলফেরি সেই সেসুরা ব্যবহারেও দায়িত্ববান থাকতে চেয়েছে। অলেকজান্ডার পোপের কবিতা থেকে একটা আধুনিক উদাহরণ নেওয়া যাক। যেমন -

To err is human. | to forgive, divine

ওপরের পংক্তিতে সেসুরা যেখানে সেখানে একটা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করে তাকে চিহ্নিত করলাম। ৪-৩ মাত্রায় ভাঙা হলো এই সাতমাত্রার পংক্তি। 'সেসুরা' সেই ভাঙনজোড়। আলফেরি তাঁর কবিতায় এই ভাঙনটাকে বেজায় অস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অনুবাদিকা কোল সোয়েন্সেনকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি জানালেন - ইংরেজী অনুবাদে সবটা রাখা সম্ভব হয়নি, তবু প্রয়াস জারি ছিলো। মূল ফরাসী কবিতাগুলো দেখতে পেলে ভালো হত। পীয়ের বললো - তোমায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এ লেখা প্রস্তুত হবার সময় পর্যন্ত মূল ফরাসী বইটা হাতে না আসায় কোন দৃষ্টান্ত রাখা গেল না।

উনিশ শতকের শেষের দিকেই বুইয়ঁ ঘনকের জন্ম, যার সাথে ঘনক-চিত্রকলার (কিউবিস্ট পেন্টিং) একটা আবছা সম্পর্ক আছে। একটা সামান্য ঘনক যার মধ্যে নানা স্বাদ, গন্ধ, খাদ্যগুণ ঠাসা রয়েছে। জিভে ফেললেই ক্রমে ক্রমে গলে গিয়ে তার নানা গুণ ধরা পড়তে থাকে। পীয়ের তার কবিতাগুলোকেও গড়ে ঠিক সেইভাবে। বহু ছিন্ন ছবি, শব্দ, গন্ধ, দৃশ্য, ভাবনা কাথের মতো করে ঘনিয়ে আনে। একই নকশায় পোরা এক বহুবাচনিকতা, নানা দৃষ্টিভঙ্গি, নানা রূপ যা পাঠকের পাঠরসনায় ভিজেই তার যাবতীয় স্মৃতিতে গলে গিয়ে নতুন এক আস্বাদ ও অভিজ্ঞতার জন্ম দিতে থাকে।

আমি ৭ সংখ্যাটাকে কেন ভেবেছিলাম সেটা পীয়েরকে বোঝাই। পীয়ের প্রত্যুত্তরে বলে - '৭ এক সন্তোষজনক সংখ্যা, শুভচিহ্ন, তুমি যেমন বললে, সাপ্তাহিক জীবনের চিহ্নও। তার চেয়েও আমার কাছে যেটা বড়ো, সেটা হলো সাত হলো বেজোড় সংখ্যা। ফরাসী ছন্দে, সাধারণ স্বভাবে, ছয়-আট-দশ-বারো, অর্থাৎ জোড় মাত্রার ব্যবহারই বেশী। ভের্লেন যেমন বেজোড় পছন্দ করতেন।' পীয়েরকে বলি আমাদের সুরীয় ব্যকরণের কথা। আমাদের সুরের স্কেল - সপ্তক, ৭তে ভাঙা। পশ্চিমী সঙ্গীতে সুরক্রম 'অকটেভ' বা অষ্টকে। ফলে, আমি সাতে যেমন শাস্ত্রীয় থাকার চেষ্টা করেছি, সেই একই সংখ্যা ব্যবহারে পীয়ের চেয়েছেন নিয়ম ভাঙতে। আবার অন্যভাবে দেখলে তার খন্ডচিত্র স্বভূমির চিরাচরিত বৃহৎ-নগরায়নের, সেখানে আমার পংক্তিবিন্যাস রঙের সঙ্গে দিনের বুনন গাঢ় করার ছলে বিদেশের একটা ছিরিছাঁদহীন পুঁচকি শহরের ছোটরাস্তায়, ছোট সরাইখানায় আশ্রয় নেয়।

তিন নম্বর ছত্রে জানলায় দাঁড়ানো বালকটির কথা বলতে গিয়ে পিয়ের আলফেরি দুটো নাম ব্যবহার করে - সুপারকপ্টার আকিরা আর অ্যাগোস্তিনো নোভেলো। পীয়ের জানান - 'আকিরা' এক জাপানী পৌরাণিক চরিত্রের নাম, আর 'সুপারকপ্টার' এক মার্কিণ টিভি সিরিয়ালের নায়ক। আগস্তিনো নোভেলো এক ইতালীয় সাধু জানলা থেকে পড়ে যাওয়া এক কিশোরকে বাঁচাতে তাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছিলেন। এই বিষয়ে সিমোন মার্তিনির আঁকা একটা ছবি পীয়ের আমাকে পাঠায়।

বারান্দা থেকে পড়ে যাওয়া শিশুকে রক্ষা করছেন আগস্তিনো নোভেলো।
ছবি : সিমোন মার্তিনি

'অক্সো' কাব্যগ্রন্থে ভাষার বয়ানেও পীয়ের আলফেরি নানারকম পরীক্ষা করেছেন। দেশজ ভাষা বা পথভাষার ব্যবহার রয়েছে যেমন, তেমনি রয়েছে দৈনিক জীবনযাপন থেকে ছেঁকে আনা বুলি/খিস্তি (এবং কোনোটাই খুব চড়া নয়)। নির্মমতার সঙ্গে সে কাটাকুটি করেছে বহু পংক্তি - এতে কাব্যভাষা খানিকটা মজারু হয়েছে, তার ধারে লেগেছে খানিকটা জাংলাপাড়, গায়ে লেগেছে কিঞ্চিত দুরুহতার আঁশ।